হয় তো শুধু এইখানে যে আমি আর নিশ্চিত পাই না। প্রতিদিন আমার কিশোর চৌরঙ্গীর এই কাজে ও আমার একটা লোক আর দিন উপরে আসছে। অনুমতি এবং যে হার মানে দিগন্তহীন এই wideness এ কাজ করি। Life at Ismailchur এর মত. তবে মনে হয় বাংলাও, তবে আপনার মত ইংরাজী নয় আমার কিছু কিছু উপন্যাস, গল্প লিখেছেন। সমস্ত quality এর কোনওক্রম. বিশেষ পাইনি না। এখানে দেখি ২ ১/২ কাজ আছে না, সময়ই এখন থেকে indefinite period এ বড় অবস্থা হবে। তাহলে মন ভালো থাকে না। যদি বলতে অমুক দিন আমার যাবো পারি, তাহলেও মন খারাপ। আর আমার যে এই কথা দিন গেলে বৈকালে সুন্দর লোকটা। মনে হয় স্বাধীনভাবে অনুমতি-পাবে এবং তো; আর হয়তো, একটা limit এ কাজ আমার চৌহদ্দি হয়, মনে হয় অমুক দিন যে যাবো। কিন্তু এখানে অনির্দিষ্ট হওয়ার সময়টিতে কোথায় হয়, কিন্তু এই indefiniteness আরও ভয় করে।

আপনার মত অবস্থা কিন্তু জীবন কাটিয়ে এসেছে। এখানে মনে হয় স্বাধীনভাবে অনুমতি দিয়ে যাচ্ছে নাই তো। সম্পূর্ণ অবস্থায় না হলে ১১ তারিখে না, ঠিক দিন পরিবর্তন। কোনো কথা না বলতে পারে সময় কোথায় আসছে, যথাযথ সাথে ও তোমার যাবতো সামনে একটা নতুন মানুষ, সেখানে তবে কেমন জানি কী নাই। আর কোনও দিন কাজ করতে পারে না। অবশ্য কোথাও বিক্রি হবে যদি আমার যাবে ছাড়ে না হয় কিছু, যে কাউকে সময় মত কোথায় এত যাবে, আমার আপনার অনুমতি চাই. বিশেষ তাই, কেননা মন খারাপ হচ্ছে না যা। নিজেকে যদি

ইহার জন্য কোনও [illegible] [illegible] না, সব সময়েই [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], শিল্পী, ও সাহিত্যিক [illegible] সব। [illegible] [illegible] একে পরিচয়।
[illegible] বন্ধু অন্তর ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। Life
যে [illegible] [illegible] lonesome ও dull মনে হয়। [illegible] [illegible] কি [illegible]।
আমাদের [illegible] [illegible], এইরূপ মনে [illegible] [illegible]। [illegible] এখন [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] যে ২০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।

[illegible] official [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] official [illegible]
[illegible] দিতে [illegible]। কিন্তু আমার [illegible] [illegible] মনে [illegible] [illegible]
অনুমতি দিয়ে রাখবেন। You can depend upon me যে [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] যে ২/৪ দিন [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
২০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ও [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] — [illegible]: [illegible] —

(পাথুরিয়াঘাটার সিদ্ধেশ্বর ঘোষ-কে লেখা পত্র]

(Personal)

ইসমাইলপুর কাছারি

১৬.৩.২৭

মান্যবরেষু,

এখানকার কাজকর্ম বর্তমানে যে রূপ শুরু হইয়াছে, তাহাতে smoothly বরাবর চলিবে এরূপ মনে হয়। এদিকে ওদিকের দু-একটা ছুটিছাটা গোলমাল বা উপদ্রব যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা বাদে, আসল কার্যে কোনো গোলমাল নাই। উপরোক্ত ধরনের উপদ্রব বা গোলমাল দ্বিরামহালের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, উহা বারোমাসই লাগিয়া আছেই বা থাকিবে, ও সমস্ত দ্বারাআসল কার্যের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

আমি অদ্য বহুদিবস যাবৎ এখানে আছি, প্রায় ১০/১১ মাস হইল। মধ্যে পূজার প্রায়একমাস পূর্বে সপ্তাহ দেড়েকের জন্য কলিকাতা গিয়াছিলাম, সেও আজ ৮ মাসের কথা হইল। বিশেষতঃ অদ্য ২/৩ মাস হইতে আজমাবাদ ও ইসমাইলপুরের ঘোর জঙ্গল মহালে প্রায়একাকী অবস্থায় কাল কাটাইতেছি। এখানকার নির্জনতা যে কিরূপ তাহা পত্রে বুঝাইবার কথা নহে। এরূপ Dull Life সম্বন্ধে আপনাদের হঠাৎ একটা idea-ই হইবে না। বন্ধুবান্ধব ওআত্মীয়স্বজনের হইতে বহুদূরে এতদিন ধরিয়া এইরূপ জঙ্গলঘেরা নির্জন স্থানে, সভ্যজগৎহইতে একরূপ নির্বাসিত অবস্থায় কালাতিপাত যে কিরূপ তাহা পত্রে লিখিয়া কিছু বুঝাইতেপারিব না। তবুও স্টেটের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্যটা Begin করিয়া দিয়া সেলামী আদায়ের ও জমি মাপ ইত্যাদির পথ খোলসা করিয়া দিবার ব্যবস্থার জন্য এই wilderness-এর সকল কষ্ট সহ্য করিয়া আছি।

কার্য বর্তমানে একরূপ আরম্ভ হইয়াছে—নায়েববাবুর বাসগৃহও ১০/১২ দিনের মধ্যেউঠিয়া যাইবে কারণ উহার কার্য আরম্ভ হইয়াছে, ঠাট ইত্যাদি বাঁধা চলিতেছে। আমার ইচ্ছা যেআগামী মাসের প্রথমেই যাহাতে নায়েববাবু পরিবারসহ এখান আসিতে পারেন, তাহার চেষ্টাকরা ও তজ্জন্য তাগিদ দিতেছি।

বর্তমানে আমার বিশেষ অনুরোধ যে আমাকে সদরে ফিরিবার সম্মতি প্রদান করিয়াবাধিত করিবেন। মার্চ কিস্তীর লাটের জন্য পাটোয়ারি ও তহশীলদারদের বিশেষ করিয়া প্রত্যহতাগাদা দিতেছি, ও যাহাতে লাট এখান হইতে দাখিল হয় তাহার জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেছি।উহারাও বলিতেছে হইয়া যাইবে। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখি কি করিতে পারি। মার্চে কিস্তীরলাটের যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়া যদি এখান হইতে লাট দাখিল করিতে পারি তাহার জন্য চেষ্টা করিবার জন্য আমি মার্চ মাসভর এখানেই থাকিয়া যাইব। এবং কিস্তী দাখিলান্তে এপ্রিলমাসের প্রথমে কলিকাতা যাইবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি। মন এত ব্যস্ত হইয়াছে যে তাহা আর লিখিতে পারি না। প্রতিদিন সকালে বিকালে চারিদিকে এই ঝাউ ও কাশের জঙ্গলদেখি আর দিন গুনিতে থাকি। তদুপরি অদ্য দেড়মাস যাবৎ একাদিক্রমে এই Wilderness-এর মধ্যে আছি। Life at Ismailpur যে কি তাহা পত্রে কি জানাইব, তবে আপনি গত পূজার সময়আসিয়া কিছু কিছু উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। মনকে বুঝাইয়া আর কোনোক্রমে রাখিতে পারিতেছি না। রোজই দেখি ধূ ধূ ঝাউ কাশের বন, মনে হয় এখানে বুঝি indefinite period-এর জন্য থাকিতে হইবে, তাহাতে মন আরো ব্যস্ত হয়। যদি জানা যায় অমুক দিনআমি যাইতে পারিব, তাহা হইলেও মন অনেকটা শান্ত থাকে যে এই কয়টা দিন পরেবহির্জগতের মুখ দেখিব। সদরে ফিরিবার অনুমতি পাইলে মন বরং শান্ত থাকে, মনে হয়।অমুকদিন তো যাইব। সে অবস্থায় দুদিনের স্থানে দশদিনও কাটানো যায়। কিন্তু এই indefiniteness আরো ভয়ঙ্কর।

আপনি সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া এপ্রিল মাসের প্রথমে সদরে ফিরিবার অনুমতি দিয়াবাধিত করিবেন। সম্পূর্ণ অধৈর্য না হইলে পত্র লিখিতাম না, যত দিন পারিয়াছিলাম, কোনো কথা না জানাইয়া কার্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি, যথাসাধ্য শক্তি ও চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনাই। আর কোনো রূপে কাল কাটাইতে পারিতেছি না। অবশ্য মার্চ কিস্তীর সময় পর্যন্ত আমি যাইতে চাহিব না ইহা নিশ্চয়, বা কার্যাদি যতদূর সম্ভব অগ্রসর করিয়া তবে যাইব, আমি আপনার অনুমতিটা লইয়া রাখিতে চাই, কেননা মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। এক গোষ্ঠবাবু ছাড়া অন্য কোনো বাঙালি সঙ্গী নাই, সব সময়ের সঙ্গী এদেশের গাঙ্গোতা প্রজাগণ, সিপাহী ও পাটোয়ারি এই সব। একরূপ বন্য হইয়া পড়িয়াছি। দেশের বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের দর্শন হইতে কতদিন বঞ্চিত। Life যে কি ভয়ানক tiresome ও dull মনে হয় তাহা আর কিজানাইব। আপনি সদয়হৃদয় ব্যক্তি, এইজন্য সকল বলিয়া লিখিলাম। মন যেন পাগলের মতো হইয়াছে, কিরূপে যে পুরা মার্চ মাস কাটাইব তাহাও যেন অত্যন্ত দুঃসহ মনে হইতেছে।

পত্রখানি official নহে, এসব মনের অবস্থা official পত্রে দেওয়া ঠিক নহে। কিন্তুআপনি দয়া করিয়া সকল বুঝিয়া একটা অনুমতি দিয়া রাখিবেন। You can depend upon me যে যদি দেখিঅমুক কার্যটার দরুন আমাকে এখন ২ দিন থাকিয়া যাইতে হইবে, তবেতাহার জন্য যে ২/৫ দিন থাকিয়াও যাইব, ইহা বলাই বাহুল্য। এপ্রিল মাসের ১লা ২রা বা কার্যপড়িলে ৮ই/১০ই এই নাগাদযে কোনোরূপে হৌক থাকিয়া যাইব।

মনের অত্যন্ত ব্যস্ত অবস্থায় পত্র লিখিলাম, যদি কিছু অসংলগ্ন কোথাও মনে হয়, কিছুমনে করিবেন না। আশা করি কুশলে আছেন। জমিদার বাবুকেও সকল কথা খুলিয়া বলিলে তাঁহারও অমত হইবে না এমত আশা হয়। দেখা হইলে পুনরায় অনেক বলিব ও শুনিব।আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

মি. বিভূতিভূষণ দেবশর্মা

[পত্রের তারিখ ১৬ মার্চ, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ। বিভূতিভূষণের জীবনে এই পত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় তিনি ভাগলপুরে খেলাতচন্দ্র ঘোষেদের বিস্তৃত জমিদারিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন। ‘পথের পাঁচালী’ তখনো আড়াই বছর ভবিষ্যতের গর্ভে। খসড়া চলছে, লেখাও এগুচ্ছে। লেখা হচ্ছে ‘স্মৃতির রেখা’। পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, এই জঙ্গলমহালই ‘আরণ্যক' উপন্যাসের পটভূমি। ‘আরণ্যক’-এ রয়ে লেখক প্রাথমিকভাবে একাকিত্বের পেষণে কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, পরে প্রকৃতির মোহময়ী মূর্তি তাঁকে মুগ্ধও সম্মোহিত করে। এই পত্র সেই মুহ্যমান অবস্থায় লেখা, তবে ভাগলপুর প্রবাসের একেবারেপ্রথমদিকে নয়। ‘সদর’ অর্থাৎ ভাগলপুরের বড়বাসা থেকে কার্যোপলক্ষে ইসমাইলপুরকাছারিতে গিয়ে ১০/১১ মাস কাটাতে হয়েছিল বলে মনের এই অবস্থা। এই হচ্ছে মানবসত্তার প্রকৃত রূপ, ভাবোচ্ছ্বাস ভেসে গিয়ে আমরা যে প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের চরিত্র কল্পনা করি, এ তা নয়। অরণ্য তিনি ভালবাসতেন, আবার সাধারণ মানুষের মতো নির্জনতায় পীড়িতও হতেন। এটাই বেশি বাস্তব, বেশি বিশ্বাস্য।

পত্রের ওপরে বাঁ দিকে‘Personal’শব্দটি লালকালিতে লেখা।]